

ইসলাম জিজ্ঞাসা ও জবাব

আল মুনায্জিদ

মহাপরিচালক: শাইখ মুহাম্মদ সালেহ

12658 - ইতকিাফরে ক্ষতেরে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামেরে আদর্শ

প্রশ্ন

আমি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামেরে ইতকিাফ করার আদর্শ জানতে চাই।

প্রিয় উত্তর

আলহামদু লিল্লাহ।

ইতকিাফ করার ক্ষতেরে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামেরে আদর্শ হচ্ছে অধিক পরিপূর্ণ ও অধিকতর সহজ।

তিনি লাইলাতুল ক্বদরেরে সন্ধানে— একবার প্রথম দশদিন ইতকিাফ করছেন; তারপর মাঝেরে দশদিন ইতকিাফ করছেন; এরপর তাঁর কাছে প্রতীয়মান হয়েছে যে, লাইলাতুল ক্বদর শেষে দশক। এর পর থেকে মৃত্যু পর্যন্ত তিনি শেষে দশক ইতকিাফ করে গেছেন। একবার তিনি শেষে দশক ইতকিাফ করতে পারেননি। তাই শাওয়াল মাসে সটোর কাযা পালন করছেন। শাওয়াল মাসেরে প্রথম দশক তিনি ইতকিাফ করছেন। [সহি বুখারী ও সহি মুসলিম]

যে বছর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামেরে মৃত্যু হয়েছে সে বছর তিনি ২০ দিন ইতকিাফ করছেন। [সহি বুখারী (২০৪০)]

এর কারণ সম্পর্কে বলা হয় যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর আয়ু শেষে হয়ে আসার বিষয়টি জানতে পরেছিলেন; তাই তিনি নিকীর কাজ বেশি করতে চেয়েছেন। যাতে করে তাঁর উম্মতেরে কাছে এ বিষয়টি তুলে ধরতে পারেন যে, যখন তারা শেষে বয়সে পৌঁছবে তখন তারা যেন আমলেরে ক্ষতেরে পরিশ্রমী হয়; যাতে করে তারা তাদের সর্বোত্তম অবস্থায় আল্লাহর সাথে সাক্ষাৎ করতে পারে।

অন্য মতে, এর কারণ হল প্রত্যেকে রমযান মাসে জিব্রাইল আলাইহিস সালাম তাঁর সাথে একবার কুরআন পুনরাবৃত্তি করতেন। যে বছর তিনি মৃত্যুবরণ করছেন সে বছর দুইবার পুনরাবৃত্তি করছেন। তাই তিনি যতটুকু সময় ইতকিাফ করতেন তার দ্বিগুণ সময় ইতকিাফ করছেন।

তবে সবচেয়ে মজবুত অভিমত হলো— তিনি সেই বছর বিশদিন ইতকিাফ করছেন। কারণ আগেরে বছর তিনি মুসাফির ছিলেন।

ইসলাম জিজ্ঞাসা ও জবাব

আল মুনায্জিদ

মহাপরিচালক: শাইখ মুহাম্মদ সালেহ

এর সপক্ষে প্রমাণ করে নাসাঈ, আবু দাউদ ও ইবনে হব্বান প্রমুখ কর্তৃক সংকলিত উবাই বনি কাব (রাঃ) এর বর্ণিত হাদিস; হাদিসটির ভাষ্য আবু দাউদরে: "নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম রমযানের শেষে দশকে ইতকিফ করতেন। একবছর তিনি সফরে থাকায় ইতকিফ করেননি। তাই পরের বছর তিনি বিশিদিন ইতকিফ করছেন।"[ফাতহুল বারী থেকে সমাপ্ত]

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ছোট আকৃতির তাবু পাতার নর্দিশে দতিনে। মসজিদে তার জন্ম এটি পাতা হত। তিনি তাকে অবস্থান করতেন এবং মানুষ থেকে বচ্ছিন্ন থেকে তাঁর রবের অভিমুখী হতেন। যাকে করে নর্জিতার বাস্তব রূপ পূর্ণ হয়।

একবার তিনি তুর্কি তাবু (ছোট তাবু)-তে ইতকিফ করছেন এবং তাবুর মুখে একটা ছাটাই দিয়ে রেখেছিলেন। [সহি মুসলিম (১১৬৭)]

ইবনুল কাইয়্যমে (রহঃ) যাদুল মাআদ গ্রন্থে (২/৯০) বলছেন:

"এ সবকিছু করছেন যাকে করে ইতকিফের উদ্দেশ্য ও প্রাণ হাছলি হয়। এটি ছিল অজ্ঞে লোকেরা যা করে তথা ইতকিফকে মলোমশো ও সাক্ষাৎপ্রার্থীদের সাক্ষাৎস্থল হিসেবে গ্রহণ করা এবং তাদের মাঝে খোশ আলাপ জুড়ে দেয়া— এ সবের সম্পূর্ণ বপিরীত। এ ধরণে ইতকিফের এক রঙ। আর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ইতকিফের আরকে রঙ।"[সমাপ্ত]

তনিসারাক্ষণ মসজিদে অবস্থান করতেন। শুধু প্রাকৃতিক প্রয়োজন ছাড়া মসজিদ থেকে বের হতেন না। আয়শো (রাঃ) বলেন: "যখন তিনি ইতকিফে থাকতেন তখন প্রয়োজন ছাড়া বাসায় আসতেন না।"[সহি বুখারী (২০২৯) ও সহি মুসলিম (২৯৭)] মুসলিমেরে অপর এক রেওয়াজতে আছে: "মানবিক প্রয়োজন ছাড়া।" ইমাম যুহরী এর ব্যাখ্যা করছেন: পশোব ও পায়খানার প্রয়োজন।

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম পরষিকার-পরচ্ছন্নতা রক্ষা করে চলতেন। তিনি আয়শো (রাঃ) এর কামরার দকি মাথা ঢুকিয়ে দতিনে। আয়শো (রাঃ) তাঁর মাথা ধুয়ে চর্নি করতেন।

আয়শো (রাঃ) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, "নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মসজিদে ইতকিফে থাকারস্থায় আমার দকি তাঁর মাথা ঢুকিয়ে দতিনে। আমহায়বে অবস্থা নিয়ে তাঁর মাথা আঁচড়িয়ে দতাম।[সহি বুখারী (২০২৮) ও সহি মুসলিম (২৯৮)] সহি বুখারী ও মুসলিমেরে অপর রেওয়াজতে আছে: "আমি তাঁর মাথা ধুয়ে দতাম"।

ইসলাম জিজ্ঞাসা ও জবাব

আল মুনায্জিদ

মহাপরিচালক: শাইখ মুহাম্মদ সালেহ

হাফযে ইবনে হাজার বলেন:

"এ হাদিসে মাথা আঁচড়ানোর অধিকৃত হিসেবে পরষিকার-পরচ্ছিন্নতা, সুগন্ধি ব্যবহার, গোসল করা, মাথা মুণ্ডন করা, পরপাটি হওয়া ইত্যাদি জায়গে হওয়ার পক্ষে প্রমাণ রয়েছে। জমহুর আলমেরে অভিমত হচ্ছে— মসজিদে যা কিছু করা মাকরুহ কবেল সবে সব ছাড়া ইতকিফ অবস্থায় অন্যসব কিছু করা মাকরুহ নয়। [সমাপ্ত]

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের আদর্শ ছিল তিনি ইতকিফে থাকাবস্থায় কোন রোগী দেখতে যেতেন না, কোন জানাযার নামাযে শরীক হতেন না। যাতনে করে আল্লাহ তাআলার আরাধনায় পূর্ণ মনোনিবেশ করতে পারেন এবং ইতকিফের গুঢ় রহস্য বাস্তবায়ন করতে পারেন। আর তা হল: মানুষ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে আল্লাহ অভিমুখী হওয়া।

আয়শো (রাঃ) বলেন: "ইতকিফকারীর জন্য সুন্নত হল— রোগী দেখতে না যাওয়া, জানাযার নামাযে না যাওয়া, কোন নারীকে স্পর্শ না করা ও শৃঙ্গার না করা এবং একান্ত যত্নে প্রয়োজনে বের না হলে নয়; এমন প্রয়োজন ছাড়া বের না হওয়া।" [সুন্নাতে আবু দাউদ (২৪৭৩), আলবানী হাদিসটিকে সহহি সুন্নাতে আবু দাউদ গ্রন্থে সহহি বলছেন]

"কোন নারীকে স্পর্শ না করা ও শৃঙ্গার না করা" এর দ্বারা আয়শো (রাঃ) সহবাস বুঝাতে চেয়েছেন— শাওকানী নাইলুল আওতার গ্রন্থে এ কথা বলছেন।

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইতকিফে থাকাবস্থায় তাঁর কোন এক স্ত্রী তাঁর সাথে দেখা করতে এসেছিলেন। যখন তাঁর স্ত্রী চলে যাওয়ার জন্য উঠে দাঁড়ালেন তখন তিনিও তাকে পৌঁছে দেয়ার জন্য তার সাথে উঠে দাঁড়ালেন। এটি ছিল রাতের বেলায়।

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের স্ত্রী সাফিয়্যা (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে যে, একবার নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম রমযানের শেষে দশকে মসজিদে ইতকিফ করাকালে তিনি তাঁর সাথে দেখা করতে আসেন। তিনি কিছু সময় তাঁর সাথে কথা বলেন। এরপর চলে যাওয়ার জন্য উঠে দাঁড়ান। তখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামও তাকে পৌঁছে দেয়ার জন্য তা সাথে উঠে দাঁড়ান। [সহহি বুখারী (২০৩৫) ও সহহি মুসলিম (২১৭৫)]

সারকথা হলো: নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ইতকিফের বৈশিষ্ট্য ছিল সহজতা ও কাঠনিয়বহীন। গোটো সময় ছিল আল্লাহর যিকির, তাঁর ইবাদত ও লাইলাতুল ক্বদরের সন্ধান মশগুল।

[দেখুন: ইবনুল কাইয়ম-এর 'যাদুল মাআদ' (২/৯০), ড. আব্দুল লতফি বালতু-এর 'আল-ইতকিফ: নাযরা তারবাওয়িয়াহ']